হিজাব

আসমানি সৌন্দর্য

শাইখ আব্দুল আযিয আত-তারিফি

ইরফানউদ্দীন অনূদিত

হিজাব : আসমানি সৌন্দর্য

মূল

শাইখ আবদুল আজিজ আত-তারিফি

অনুবাদ

ইরফানউদ্দীন

প্রুফ

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

সূচিপত্র

লেখকের পরিচয় ৭
অনুবাদকের ভূমিকা ৮
মুখবন্ধ ৯
প্রারম্ভিক কিছু কথা ১১
শরিয়াহ ও ফিতরত এবং তার বিকৃতিসাধন ১৭
চারিত্রিক পবিত্রতা ও এর অধঃপতন ২০
কলঙ্ক থেকে মুসা আলাইহিস সালাম যেভাবে মুক্তি পান ২২
হিজাব : ইবাদত না-কি অভ্যাস ২৬
হিজাব ফরজ হওয়ার তাৎপর্য ২৯
নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ৩৬
পর্দার বিধানের ইতিহাস ৪০
সকল নারীর জন্য পর্দার বিধান সমান নয় ৪৩
নারীদের পোশাকবিষয়ক পরিভাষাসমূহ ৪৬
 হিজাব ৪৬
 খিমার ৫০
 জিলবাব ৫৬
 ওড়না [খিমার] আর জিলবাবের মধ্যে পার্থক্য ৫৭
হিজাবের ইতিহাস ও ফিকহে আধুনিকতার প্রভাব ৫৮
ইসলামপূর্ব যুগে আরব-নারীর পোশাক ৬২
 আওরাহ ৬৭
 সালাতে নারীর সতর ৭১
 হজে নারীর চেহারা আবৃত রাখার বিধান ৭৪
নারীর যে পোশাকে কারও দ্বিমত নেই ৮২
 নারী পরপুরুষের সামনে সুগন্ধিমাখা পোশাক পরবে না ৮৪
 নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের সদৃশ হওয়া হারাম ৮৪
 বিধর্মী মহিলাদের পোশাক মুসলিম নারী পরতে পারবে না ৮৫

নারীর যে-সব অঙ্গ ঢাকা ওয়াজিব ৮৬
ইমামদের মতভেদকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য ব্যবহার ৮৯
ইখতিলাফ ও পছন্দের অভিমত গ্রহণের অধিকার ৯৪
কুরআনের আয়াতসমূহ পরস্পর বিরোধী নয় ১০০
সাহাবিগণের বক্তব্য সঠিকভাবে বোঝার উপায় ১০২
সাহাবিগণের বক্তব্যসমূহ ভুল বোঝার কারণ ১০৪
হিজাব ও পর্দাপালন-বিষয়ক আয়াতসমূহ ১০৬
ধাপে ধাপে হিজাব ফরজ হয়েছে ১৩৩
নারী সাহাবি ও নারী তাবেয়িদের হিজাবপালন ১৩৬
নারী যখন চেহারা খোলা রাখতে পারবে ১৩৯
দায়েমি সতর এবং দৃষ্টিকেন্দ্রিক সতর ১৪১
কখন নারীর চেহারা দেখা বৈধ ১৪৩
হিজাব বিষয়ে দুটি খটকার নিরসন ১৪৬
নারীর চেহারা খোলা রাখা না রাখা নিয়ে চার ইমামের বক্তব্য ১৪৯
সালাতে নারীর সতরবিষয়ক মাসআলা ১৫০
ইহরামরত নারীর নিকাব পরিধানসংক্রান্ত মাসআলা ১৫২
যে-সব প্রয়োজনে নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান রয়েছে ১৫৪
স্বাধীন নারী এবং দাসীর সতরের মধ্যে পার্থক্য ১৫৬
ইমাম মালেক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৫৭
ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬১
ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬২
ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৬৭
চেহারা ঢাকার বিধানপালনে ভারসাম্য ১৬৮
যেসব হাদিস দেখিয়ে পর্দার বিধানে সংশয় সৃষ্টি করা হয় ১৭৩
আসমা বিনতে আবু বকরের ঘটনা ১৭৩
খাসআমি নারীর ঘটনা ১৭৬
সুবাইআহ আসলামির ঘটনা ১৮০
দুই গালে কালো দাগবিশিষ্ট নারীর ঘটনা ১৮৫
শেষকথা ১৮৮

লেখকের পরিচয়

শাইখ আবদুল আযিয আত-তারিফি। হাদিস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ইসলামের প্রধান ও মৌলিক স্তম্ভ 'আকিদা' নিয়েও আছে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা। তিনি সৌদি ইসলামিক এফায়ার্স, দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স-এর সাবেক শরিয়াহ গবেষক। তাঁর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অসাধারণ কিছু গ্রন্থ। তার মধ্যে অনূদিত এই কিতাবটি অন্যতম। তিনি বলেন, লেখেন। উম্মাহকে পারলৌকিক জীবনের প্রতি সজাগ করেন। ডাকেন সিরাতুল মুসতাকিমের পথে। তিনি সমসাময়িক মতবাদ, চিন্তানৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেমন বলেন ও লেখেন, তেমনি কোরআন-সুন্নাহর সরল ব্যাখ্যা, ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কেও নির্বিবাদ আলোচনা করে যান তাঁর বহমান নদীর মতো লিখনী আর সাগরের তরঙ্গমালার দৃঢ় গর্জনের মতো বক্তৃতার মাধ্যমে।

জ্ঞান-গরিমা আর নববি-সুন্নাহ ধারণকারী এই আলেম জন্মেছেন ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর; কুয়েতে। পরবর্তীতে তিনি চলে আসেন সৌদিআরবে; স্থায়ী হন রাজধানী রিয়াদে। শরিয়াহ বিষয়ক উচ্চডিগ্রি অর্জন করেন ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে। তবে তিনি সমসাময়িক আলেমদের সাহচর্যও গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্যতম সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শাইখ আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, হাম্বলি মাযহাবের বিদগ্ধ আলেম শাইখ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযিয বিন আকিল রাহ.।

শাইখ তারিফির ইসলামের জন্য এই সেবা আরও ব্যাপৃত হোক। ছড়িয়ে যাক বিশ্বময়। আল্লাহ তাঁকে যেকোনো বিচ্যুতি থেকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করুন। আমিন।

অনুবাদকের কথা

হিজাব একটি স্বতন্ত্র বিধান। প্রতিটি বিধানের মতো তারও রয়েছে আলাদা রূপবৈচিত্র। কীভাবে হিজাবপালন করবে নারী, তার পোশাক পরিধানের ধরণ কী হবে, পুরুষ কীভাবে দৃষ্টি সংযত রাখবে, তা কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় হিজাব বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ে। এ বিধান নিয়ে অনেকের মাঝে সংশয় দেখা দেয়। কেউ কেউ তা অস্বীকার করেও বসে। হিজাব কোনো বিধান নয়, এটা শুধু ঐতিহ্যগত অভ্যাস বলে অনেকে প্রচার করে থাকে। লেখক শাইখ আবদুল আযিয আত-তারিফি হিজাব নিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর করতে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী, ইমামগণের বক্তব্য এনে দেখিয়েছেন হিজাবের রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

বইয়ের অনুবাদ নির্ভুল করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো সুহৃদ পাঠক ধরিয়ে দিলে উপকৃত হবে সকলে। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা, প্রকাশক ইসমাইল হোসেন ভাইয়ের প্রতি। তাঁর তাগাদাতেই বইটি আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মহান রবের কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেনো মূল বইয়ের মতোই অনুবাদকেও কবুল করেন। আমিন।

ইরফানউদ্দীন
কায়রো, মিশর

প্রারম্ভিক কিছু কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। ফিতরতকে [সহজাত মানবস্বভাব] করেছেন সুন্দর। আর ইমানের মাধ্যমে মানুষকে করেছেন সম্মানিত। তিনি মানুষকে দান করেছেন সত্য-মিথ্যা চেনার ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবি ও আগত সকল মুমিনের ওপর।

শরিয়ার প্রবর্তক মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ফিতরত[১] দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের এই অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি-ফিতরতকে শরিয়ার সঙ্গে এমনভাবে সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন, যেমন ব্যক্তির উভয় হাতের তালু পরস্পরে খাপ খেয়ে যায়। মাড়ির দাঁত যেমন উপরে-নিচে সমানভাবে বসে যায়, তেমনি সুস্থ স্বভাব আর শরিয়াকে তিনি সমান সংগতিপূর্ণ করেছেন। তাই শরিয়াহ ও স্বভাবগুণের মধ্যে কোনো একটির পরিবর্তন ঘটা পর্যন্ত উভয়টা একই নিয়মে চলে। এজন্যই আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো :

১. আল্লাহর আদেশ যথাযথ মেনে চলা ও তা সঠিকভাবে হিফাজত করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হলো,

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট প্রতিপালকের কিতাব থেকে পাঠ করে শোনান। আপনার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।' [সুরা আল-কাহাফ : ২৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

---

১. আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের সহজাত স্বভাব। -অনুবাদক।

শরিয়াহ ও ফিতরত এবং তার বিকৃতিসাধন

ফিতরতকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তা বোঝানোও কঠিন। আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য ফিতরতকে সৃষ্টি করেছেন সুস্থ ও সহজাত করে। ফলে যখনই এই ফিতরতের ওপর শরিয়াহপ্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সে শরিয়ার আদেশ বুঝতে সক্ষম হয়। কলমের মুখ যেমন তার ঢাকনায় সহজেই প্রবিষ্ট হয়, তেমনি ফিতরতও শরিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায়। উদাহরণত বলা যায়—আল্লাহ তাআলা মানুষকে সালাতের সময় ভালো পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

'হে মানবকুল, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করো।' [সুরা আল-আরাফ : ৩১]

কিন্তু কোন ধরনের সুন্দর পোশাক পরিধান করতে আদেশ করেছেন, তা আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বলেননি, কারণ—মানুষ স্বভাবজাতভাবে বুঝতে পারে যে, কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর।

ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনুল কারিম সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করার কথা হাদিসে এসেছে। সাহাবি বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

زيِّنوا القرآنَ بأصواتكم.

'তোমরা কুরআনকে সুমধুর সুরে পাঠ করো।'[১]

---

১. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৬৮; সুনানুন নাসায়ি : ১০১৫, ১০১৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৪২।